পুলিশ কমিশনার বললেন.....

অনুবাদ ঃ দিলীপ গুহ

সবরমতি এক্সপ্রেসের আগুনে পোড়া মৃতদেহগুলো গোধরা থেকে আমেদাবাদে নিয়ে আসা হয়েছিল কেন? এতে পরিস্থিতি কি বিস্ফোরক হয়ে ওঠেনি?
আমার জিজ্ঞেস করবেন না। এটা আমার সিদ্ধান্ত ছিল না। পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার অভিমত আমি জানিয়েছিলাম, কিন্তু তা নাকচ করে দেওয়া হয়।
মৃতদেহগুলো কখন আমেদাবাদে পৌঁছয়?
চুয়ান্নটি মৃতদেহ নিয়ে আসা হয়েছিল-ঘটনার দিন সন্ধেতেই কিছু নিয়ে আসা হয়, বাকিগুলো আনা হয় পরের দিন সকালে।
মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের রক্ষা করার ব্যাপারে পুলিশ এমন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলো কেন?
বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করার ক্ষেত্রে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমেদাবাদ প্রচণ্ড উত্তেজনাপ্রবণ শহর। মারদাঙ্গা লেগেই থাকে এখানে। পান থেকে চুন খসলেই পাঁচিল- ঘেরা এই শহরে আগুন জ্বলে ওঠে। তবে হিংসাত্মক ঘটনা সাধারণত পুরনো শহরেই সীমাবদ্ধ থাকে। ৫০ লক্ষ মানুষের এই শহরে থানার সংখ্যা মাত্র ত্রিশ। প্রতিটি থানায় আছে ২০০ পুলিশ। বন্ধ এখানে নতুন কোনো ঘটনা নয়। তবে ক্ষমতায় আসীন যে দল, সেই দলই এবার বন্ধের ডাক দিয়েছিল। এর আগে শহরের পশ্চিম অংশে কখনো দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখেনি। আমরা অনুমান করেছিলাম।
কিছু গন্ডগোল হতে পারে এই আশঙ্কা আমাদের ছিল। ভাদোদরা এবং রাজকোটে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। সে জন্যেই একটুও দেরি না করে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশকে অতিরিক্ত পুলিশবহিনী পাঠানোর আর্জি জানাই। তিনি বলেন একটি মাত্র সশস্ত্র ব্যাটেলিয়ান তিনি পাঠাতে পারেন। কারণ বাকি ফোর্সকে গোটা রাজ্যে নিয়োগ করতে হবে।
এটা তো পুলিশের গতানুগতিক অজুহাত, তাই না?
৩২ বছর ধরে আমি পুলিশ বাহিনীতে আছি। এত বছরের কর্মজীবনে এমন উন্মত্ত দাঙ্গাবাজ জনতা কখনো কোথাও আমি দেখিনি। দশ হাজারেরও বেশি মত্ত জনতার বিদ্ধে ৪ থেকে ৮ জন পুলিশের কাছ থেকে কী আশা করা যায়? আশ্চর্যের ব্যাপার, এই উচ্ছৃঙ্খল জনতার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শিক্ষিতরা - আইনজীবি, ডাক্তার ও ধনী মানুষেরা। এটা পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত এবং অভূতপূর্ব। ঘটনা সম্পর্কে আগাম গোয়েন্দা রিপোর্টও আমাদের কাছে ছিল না।
সাহায্য চেয়ে শয়ে শয়ে আবেদন আমাদের থানাগুলো পাচ্ছিল। কিন্তু ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছনোর পর দেখা গেল অনেক খবরই ভুয়ো। স্পষ্টতই, আমাদের বিভ্রান্ত করা হয়েছিল, ইচ্ছাকৃতভাবে। ১৯৯৯-এ আমাদাবাদে যখন দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠেছিল তখন আমি এখানে ছিলাম। সেই দাঙ্গার প্রাবল্য এবারের তুলনায় কিছুই নয়।
কারা আপনাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল?
আমি বলতে পারব না। এনকোয়ারি কমিশনকে অবশ্যই সবকিছু তলিয়ে দেখতে হবে।
এটা কি সত্য নয় যে দাঙ্গার একমাস আগে আমেদাবাদের সব সাব ইন্সপেক্টরদের বদলি করে দেওয়া হয়েছিল?
হ্যাঁ, একটা বড় ধরনের রদবদল করা হয়েছিল। এসব ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত নিই না। এই বদলিগুলো সম্পর্কে আমার বলার কিছুই নেই।
এত বিশাল সংখ্যক মানুষকে খুন করা কীভাবে সম্ভব হলো?
মাত্র দেড়দিনের মধ্যে সমস্ত কিছু ঘটে গেল। এটা আপনাদের বুঝতে হবে। দাঙ্গা শু হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি, আর তা চলে ১লা মার্চের একটা সময় পর্যন্ত। যা ঘটে গেল তার উন্মত্ততা, প্রচন্ডতা কেউই অনুমান করতে পারেনি। দাঙ্গায় তিনজন পুলিশকে উর্দিপরা অবস্থাতেই খুন করা হয়। এ ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি।
প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ এশান জাফরি টেলিফোনে সমানে ছ'ঘন্টা ধরে পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করা সত্ত্বেও আপনার পুলিশবাহিনী তাঁর জীবন রক্ষা করতে ব্যর্থ হলো, কেন?
একটার পর একটা ঘটনায় পুলিশ হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। এটুকুই আমি বলতে পারি। উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে লক্ষ্য করে তাঁর বাড়ি থেকে সত্যিই কেউ গুলি ছুঁড়েছিল। আত্মরক্ষার তাগিদেই হয়তো গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। তবে তাঁর বাড়িতে আমরা ১২টি খালি কার্তুজ পেয়েছি। তা সত্ত্বেও তাঁর বাড়িতে উন্মত্ত জনতার প্রবেশ ঠেকানো যায়নি।
এরকম সুচিন্তিতভাবে মুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল কেন?
আপনারা কী সিদ্ধান্ত টানবেন তার ভার আপনাদের। এ ধরণের সুপরিকল্পিত ধবংস সাধনের কোনো প্রেক্ষাপট নেই। গোধরার প্রতিক্রিয়া ছিল প্রত্যাশিত। আমরা ভেবেছিলাম কিছু আগুন লাগানোর ঘটনা হয়তো ঘটবে, দোকানপাটও বন্ধ করা হবে। কিন্তু কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে ৭০০ মানুষের জীবন এভাবে শেষ হয়ে যাবে। সব কিছু ঘটে যাওয়ার পর অনেকের মনে হয়েছে, বন্ধের ডাক দেওয়াটাই ঠিক হয়নি। অন্যভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা উচিত ছিল। এর মধ্যে দিয়ে অবশ্য আমি গোধরার ঘটনাকে যুক্তিসঙ্গত বলছি না। আমি যা বলতে চাই তা হলো, দ'পক্ষের মানুষই সরলবিশ্বাসী।
আপনি পুলিশ কমিশনার থাকার সময়ে এতগুলো মানুষ খুন হলো। এ সত্য মেনে নিতে ব্যক্তিগতভাবে আপনার কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়ই?
বিচারের ভার আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম। যদি কোনো দোষ হয়ে তাকে, তার ভাগবাঁটোয়ারা যদি করা হয়, তাহলে আমার অংশের ভাগিদার হতে আমি রাজি আছি। যে পরিস্থিতি ও অবস্থায় আমি কাজ করেছি সে পরিস্থিতি বা অবস্থা আমার নিজের তৈরি করা নয়। এ কথাটুকুই শুধু আমি বলতে পারি।

অদূর ভবিষ্যতে কী ঘটতে থাকবে বলে আপনার মনে হয়? পরিস্থিতি কি ধিকিধিকি জ্বলতেই থাকবে?
এমন এক আবেগ-উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যা সহজে মিলিয়ে যাবে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও হিন্দুদের মধ্যে বোঝাপড়ার ক্ষেত্র বিস্তৃত করা প্রয়োজন।
আপনি প্রকাশ্যেই বলেছেন যে, তাদের চারপাশে যা ঘটছে তা থেকে পুলিশরা বিমুক্ত হয়ে থাকবে; এটা আশা করা যায় না।
আমার বক্তব্যের সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমি যা বলেছি তা হলো, আমাদের পুলিশরা সমাজ থেকে এসেছে, আর তাই তারা তাদের চারপাশের ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। এর অর্থ এই নয় যে তারা সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন।
আপনার অফিসারদের সম্পর্কেও কি একই কথা বলবেন?
তাদের চারিদিকে যা ঘটছে তা থেকে অফিসাররা দূরে থাকার চেষ্টা করেছে। সমহিত চিত্ততার (ন্দ্বশুক্ত্রুন্প্নন্দ্ধন্ত) সাথে কাজ করা তাদের কর্তব্য।
বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার সময় ফৈজাবাদে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে যেমন সংসদের একটি আসন দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল, আপনাকেও কি সেভাবেই পুরস্কৃত করা হবে?
আমার কোনো রাজনৈতিক আকাঙ্খা নেই। আমি একজন সিপাই, চিরটাকাল সিপাই-ই থাকব।
বহুদিন ধরেই গোধরা কি একটি গন্ডগোলের জায়গা নয়?
হ্যাঁ, স্বাধীনতার আগে থেকেই গোধরা একটি সম্প্রদায়িক স্পর্শকাতর জায়গা। এক একটি ছোটখাটো ঘটনা থেকেই এখানে দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে। এখানে দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিভাজন সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট। ১৯৮৯ থেকে, যখন রাম শিলান্যাস আন্দোলন শু হয়, তখন থেকেই গোধরায় বারবার শান্তিভঙ্গ হয়েছে। ৯০-এর দশকে, যখন আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্মসচিব ছিলাম, তখন ওখানকার বিস্ফোরক অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্যে আমাকে পাঠানো হয়েছিল।
গোধরার ঘটনা পরিকল্পিত, আমি একথা মনে করি না। ঘটনাকে স্বতঃস্ফূর্ত বলেই মনে হয়েছে। ট্রেনের যাত্রীদের (করসেবকদের) উচ্ছাস ছিল বাঁধনছাড়া। পরিস্থিতি নিশ্চয়ই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com